বাদল হক

এ্যাপেল আবার বন্ধুত্বের হাত বাড়ালো

অবশেষে ১৯৯০ –এর শেষাশেষি নভেম্বরের গোড়ার দিকে কমপিউটার বিশ্বকে চমকে দিয়ে এ্যাপেল কোম্পানী পৃথিবীর নামকরা পত্রিকা গুলোতে একটি পুরো পাতার বিজ্ঞাপন ছাপালো। এতে আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন তিন তিনটি নতুন উদ্ভাবিত মডেলের কমপিউটার ছাড়াও বিপুল পরিমাণ এ্যাপেল সামগ্রীর বিশেষ মূল্য হ্রাসের ঘোষণা দেয়া হলো। প্রত্যেকটির সাথেই একটি করে মাইক্রোফোন সংযোজিত সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে টিকে থাকার বিস্ময়কর ক্ষমতা নিয়ে এই অভিনব নয়া ম্যাকিনটোশ মডেলগুলো বেরিয়ে এলো প্রচলিত কম মূল্যের পিসির সাথে লড়াই করতে। অনেকগুলো এ্যাপেল সামগ্রীর মূল্য নাটকীয়ভাবে কমানো হয়েছে। সবচাইতে লক্ষ্যণীয় ছাড় দেয়া হলো ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে। মার্কিন দেশে এই ছাড় এতোটাই দেয়া হয় যে, কমপিউটার সামগ্রীর মূল্য তখন একেবারে রাস্তায় পাওয়া জিনিসের মূল্য বলেই মনে হচ্ছিল। যুক্তরাজ্যেও বিশেষ বিশেষ ডিলারদের মাধ্যমে এসব প্রযুক্তি সরবরাহ করা হয়েছে— কখনো কখনো ১৫% থেকে ৩৫% ছাড় দিয়ে। আর তাই বাজারে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে এটা একরকম নিশ্চিত করেই বলা যায়।

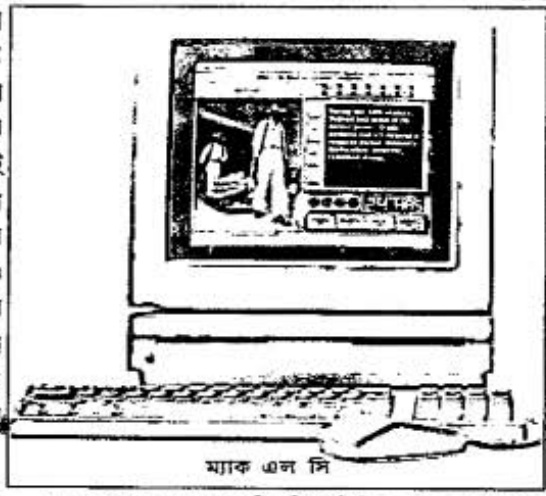

ম্যাক এল সি

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, কমপিউটারকে বহুমুখী মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নেয়া এসব পদক্ষেপ কিংবা অনেক সামগ্রী নামমাত্র মুনাফায় ছেড়ে দেয়ার যে হিড়িক এ্যাপেল কোম্পানী তুলেছে এটিকে অনেক বিদগ্ধজন খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি বা সন্দেহের চোখে না দেখে পারেননি। এই তাৎক্ষণিক ভাবে নেয়া বিপনন প্রক্রিয়াকে তাঁরা এ্যাপেলের মৃত্যুর আগের শেষ গোঙানী বলেই মনে করেছিলেন। এমন প্রশ্নও উঠেছিল যে, তাহলে এ্যাপেল সহসাই পরার্থবাদী হয়ে উঠলো কিনা। এ্যাপেলের স্বপক্ষে প্রচুর যুক্তি থাকলেও পর্যবেক্ষকদের মনে কেন এর বিরুদ্ধের ধারণাগুলো এসেছিলো তার কিছু সঙ্গত কারণ মূলতঃ নিহিত ছিল এ্যাপেলের গত দশ বছরের ইতিহাসে।

১৯৮৩ সালে প্রথম যখন ম্যাকিনটোশ বাজারে আসে তখন এটি ছিলো এক বিস্ময়কর প্রযুক্তি। গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (GUI)ভিত্তিক এই ম্যাকিনটোশ ব্যবহার বিধি অতীব সরল যা কমপিউটার জগতে নতুনত্বের স্বাদ এনে দেয়। তখন সবার কাছে সত্যি সত্যিই মনে হয়েছিলো "কমপিউটার আমাদেরই এবং আমাদেরই" — যেমনটি এর বিজ্ঞাপনে বলা হতো। কিন্তু, সে পর্যন্তই। গত প্রায় এক দশক ধরে কমপিউটার ব্যবহারকারীগণ কোনোরকম নতুন সুবিধা বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এই এ্যাপেল থেকে আর পেলেন না। বরং এ্যাপেল-এর বন্ধ্যা সময়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে DOS কিংবা Unix উদ্ভাবন করলো আরো নতুন নতুন বেশ উন্নত মানের GUI সমূহ। পিসির দাম দুর্দান্ত গতিতে নেমে আসতে লাগলো।

অন্যদিকে এ্যাপেল তার অত্যন্ত দামী অথচ পুরানো আমলের প্রযুক্তি নিয়ে পিছিয়ে রইল বহু দূরে। আমেরিকার বাজারে অত্যন্ত কম দামী পিসির ও মাইক্রোসফট উইনডোস-এর সফলতা এ্যাপেলের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়ালো। এ্যাপেল ক্রমাগত মার খেতে লাগলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের লোভনীয় বাজারে এবং বলা যায় সর্বত্রই। পায়ের তলার মাটি সরে যেতে থাকলো ক্রমশঃ; সব মিলিয়ে অনেকটা মৃত্যু ঘন্টা বেজে গিয়েছিলো প্রায় সত্যি সত্যিই। ঠিক এমনি সময়ে গত বছর নভেম্বরে চমক এলো এ্যাপেলের বিজ্ঞাপনে। কমপিউটার প্রযুক্তির পথিকৃত এ্যাপলের এ এক নব জাগরণ। প্রচণ্ড তোলপাড় তুলে বাজারে গত জানুয়ারীতে নিয়ে এলো বহুমুখী ক্ষমতাধর ম্যাক ক্লাসিক,ম্যাক II Si ও রঙ্গীন ম্যাক এলসি। এশিয়ার বাজারে সাড়া জাগালো এ্যাপলের সবচাইতে আকর্ষণীয় সর্ব সাধারণের জন্যে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যের রঙ্গীন ম্যাক এলসি। ১৬ মেগাহার্টজ মটোরোলা ৬৮০২০ মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক এই এলসির সাথে থাকছে ২ মেগাবাইট র‍্যাম, একটি ১.৪ মেগাবাইট ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ এবং একটি ৪০ মেগা বাইট হার্ড ডিস্ক। এর সাথে ইচ্ছে করলেই জুড়ে দেয়া যায় এমন এ্যাপেল IIc কার্ড ও এক্সটার্নাল ৫.২৫ ইঞ্চি ড্রাইভ। এটাকে এমএস ডসেও চালানো যায়। সহজেই বহনযোগ্য মাত্র ২.৯ কেজি (মনিটর ছাড়া) ওজনের একটি ছোট "পিজা বক্স" ফুট-প্রিন্ট। এ্যাপেলটক নেট ওয়ার্কের সাথে জুড়ে দেয়া যায় এমনভাবে ডিজাইনকৃত, সুস্থাপিত এডিবি পোর্ট ছাড়াও এতে আছে ষ্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাড়ায় এমন একটি এস সি এস আই পোর্ট। এতে শব্দ গ্রহণ ও প্রোসেস করবার জন্যে অডিও ইনপুট পোর্টও আছে। যদিও এটা তেমন প্রয়োজনীয় নয় এবং এতে প্রচুর মেগাবাইট দরকার হয়। উচ্চ রেজুলেশন দেয় এমন আর.জি.বি. মনিটরে বেশ দ্রুততার সাথে গ্রাফিকস্ প্রত্যক্ষ করা যায়। নিঃশব্দ এই এলসিতে আই বিএম ডস এর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ৪.০, মাইক্রোসফট এক্সসেল এলডাস পারসুয়েশন এবং হাইপার কার্ড ১.২.৫ সহ প্রায় সব প্রোগ্রামই চালানো সম্ভব। মাউসের সাহায্যে সাবলীলভাবে চালানো যায় এমন একটি কমপিউটার সত্যি সত্যিই হয়ে উঠলো ব্যবহারকারীর বন্ধু — user's friend. এ্যাপেলের ম্যাকিনটোশ প্লাটফর্মের জন্য সিষ্টেম সফটওয়্যারের আরেকটি চমকপ্রদ নতুন ভার্শনের নাম সিষ্টেম ৭.০। ১৯৮৪ এর পর ম্যাকিনটোশ পার্সোনাল কমপিউটিংএ এটি হচ্ছে এক নাটকীয় অগ্রগতি যা বহুবিধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ব্যবহ্যকারীর কাছে সবচাইতে সহজে চালানোর উপযুক্ত করে তৈরী। সিষ্টেম ৭.০ এর প্রথম এবং প্রধান সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে সহজেই ফাইল ও তথ্যকে ধারণ, নিখুঁত টাইপে যে কোন সাইজে মুদ্রন, বিনা খরচে সম্প্রসারিত ভারচুয়াল মেমোরী (virtual memory) চট করে কাট,পেষ্ট ও কপি করণ, প্রোগ্রামগুলো সু-সংযোগ করণ এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ডাটাবেজের ব্যবহার। এটি GUIএর সার্থক দ্বিতীয় প্রজন্ম বা কমিউনিকেশন টুলবক্স। এর সাহায্যে বিবিধ পরিবেশে (invironment) সংযুক্ত হতে পারে। অতিরিক্ত র‍্যাম ছাড়াই অনেক প্রোগ্রাম চালিয়ে সমস্ত কমপিউটার সুবিধাদিই ভোগ করা সম্ভব।

২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন